প্রশ্ন- ৩ঃ ইবনে সামছ ৩নং দাবী করেছে- *"মৃত লোকেরা দুনিয়ার ব্যাপারে তাসাররুফ করে (নিজের ইচ্ছামত কোন কাজ করতে পারে বা কোন ঘটনা ঘটাতে পারে) বলে বিশ্বাস করা কুফরী"*। তার দাবী সঠিক কিনা?

ফতোয়া ঃ তার দাবীটি ভুলে ভরা। সে বন্ধনীর মধ্যে "নিজের ইচ্ছামত ....." শব্দগুলো জুড়ে দিয়ে নিজের দাবী প্রতিষ্ঠিত করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে। আল্লাহ্‌র অলীগণ জীবিত বা কবরে থেকেও আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে অনেক ঘটনা ঘটাতে পারেন। এর অসংখ্য বাস্তব প্রমান রয়েছে। যেমন, সোলায়মান আলাইহিস সালামের উম্মত আসিফ বিন বরখিয়া এক মুহূর্তে চোখের পলকে সুদূর ইয়েমেনের সাবা নগরী থেকে রানী বিলকিসের সিংহাসন সোলায়মান আলাইহিস সালামের দরবারে বায়তুল মোকাদ্দাসে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন বলে স্বয়ং কোরআন মজিদে উল্লেখ আছে। তিনি বলেছিলেন- "হে সোলায়মান (আঃ)! আমি রানীর সিংহাসনকে আপনার চোখের পলক মারার আগেই এনে দিব" (সূরা নমল)। এটা ছিল আসিফ বিন বরখিয়ার খোদা প্রদত্ত তাসাররুফ ক্ষমতা। হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) আবুল মাআলী নামক জনৈক সওদাগরকে পায়খানা করার জন্য চোখের পলকে ১৪ দিনের রাস্তায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন (দেখুন বাহজাতুল আসরার)। মাসিক মদিনার উক্ত প্রবন্ধ লেখক ইবনে সামছ যেই তাসাররুফকে কুফরী বলেছেন- আল্লাহ্ পাক তাহাই বাস্তবায়ন করে অলী বিদ্বেষীদের গালে চপেটাঘাত মেরেছেন। আল্লাহ্ কি তাঁদেরকে ক্ষমতা দিয়ে কুফরী করেছিলেন? অথবা আসিফ বিন বরখিয়া ও বড়পীর সাহেব কি নিজেদের ক্ষমতা বলে এরূপ করেছেন বলে দাবী করেছেন? কখনই না। বাতিল পন্থীদের চক্ষু কতই না অন্ধ। গাউছে পাক (রাঃ) বলেছেন-

مَنْ تَوَسَّلَ بِيْ اِلَى اللّٰهِ فِيْ شَيْئٍ قُضِيَتْ-

অর্থ- "যে কেউ আমার উছিলা দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে কিছু চাইবে- তা পূরণ হবে"। তিনির ইনতিকালের পরেও এই উক্তি প্রযোজ্য।

JUBOSENA